দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL 12 1998 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

90

কলেজটির জন্য পাকা ভবন চাই

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত মনজুর কাদের মহিলা কলেজে ছাত্রীসংখ্যা পাঁচ শতাধিক। এখানে একাদশ শ্রেণীতে তিনটি বিভাগ (মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান) এবং বিএ, বিএসএস ও বিকম কোর্স চালু রহিয়াছে। পড়াশোনার মান এবং ফলাফল উভয়ই ভাল। অথচ এখানে শ্রেণী কক্ষ, কমন রুম, বিজ্ঞানাগার প্রভৃতি কক্ষের বড় সংকট। অতিকষ্টে লেখাপড়ার কার্যক্রম চলিতেছে। আর এই কষ্টের প্রধান কারণ এখানে এ পর্যন্ত ফ্যাসিলিটিস ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক কোন বিল্ডিং নির্মিত হয় নাই। প্রতিষ্ঠালগ্নের টিনসেডের প্রচন্ড দাবদাহ সহ্য করিয়া ছাত্রীরা ক্লাস করিয়া থাকে। এমনও দেখা গিয়াছে যে, দুই/এক বৎসর পূর্বে মঞ্জুরীকৃত স্কুল-কলেজে বিল্ডিং নির্মিত হইয়াছে। যাহার ছাত্র-ছাত্রী নিতান্তই নগণ্য। অথচ পর্যাপ্ত ছাত্রী থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ দশ বৎসরেও এখানে কোন বিল্ডিং হয় নাই। এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীত আবেদন এই যে, এখানে পাকা ভবন নির্মাণ করিয়া শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধা দূর করা হউক।

আশরাফ পিন্টু
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ,
মনজুর কাদের মহিলা ডিগ্রী কলেজ,
বেড়া, পাবনা।

বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির গঠন পদ্ধতি পরিবর্তন করা হউক

উপরোক্ত শিরোনামে গত ১লা জুলাই ইত্তেফাকের চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত পত্রের বক্তব্যের সহিত একমত পোষণ করিয়া গত ৩রা ফেব্রুয়ারী এই কলামে 'বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি প্রসঙ্গে' শিরোনামে প্রকাশিত আমার পত্রখানির প্রতিও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত পত্রে এক বিজ্ঞপ্তির উদ্ধৃতি দিয়া 'উল্লেখ করা হইয়াছিল, 'একই ব্যক্তি একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভাপতি হইতে পারিবেন না।' কিন্তু বাস্তবতা এই যে, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ হইতেছেন। কোন বিধান বলে হইতেছেন তাহা জানান হইতেছে না। এই আইন লঙ্ঘন ও অনিয়মের কারণে কমিটিতে কোন্দল সৃষ্টি হইতেছে। উহার অশুভ ফল কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরও প্রভাবিত করিতেছে। তাই আমি বর্তমানের বিভ্রান্তিকর অসম্পূর্ণ বিধি-বিধান ও প্রজ্ঞাপন বাতিল করিয়া পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাসহ ম্যানেজিং কমিটির গঠন পদ্ধতির পরিবর্তনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোহাঃ শাফায়েত-উল ইসলাম,
সাবেক সভাপতি, আলমডাঙ্গা হাইস্কুল,
আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।